দৈনিক সংবাদ

71

তারিখ ... 27 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক ছুটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাবনা

কামরুল হাসান

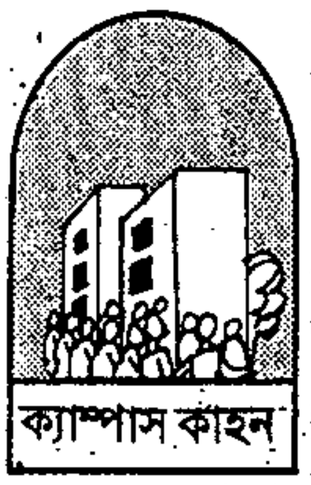
ক্যাম্পাস কাহন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন বাদ দিয়ে একদিন করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আগামী জুলাই মাস হতে এ ছুটি কার্যকর হবে। বর্তমানে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। সরকারিভাবে দু'দিন ছুটি ঘোষণার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনের ছুটি চলে আসছিল। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দু'দিনের ছুটি ঐচ্ছিক ঘোষণা দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাদে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্বের এক দিনের ছুটিই বহাল রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বছরেরও বেশি সময় পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের সাপ্তাহিক (শুক্রবার) ছুটি পুনরায় কার্যকর করতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'দিনের সাপ্তাহিক ছুটির সমালোচনা করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখা ছাপা হয়েছে। এমনকি কোন কোন পত্রিকায় এর কঠোর সমালোচনা করে সম্পাদকীয়ও ছাপা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রথম থেকেই সাপ্তাহিক দু'দিন ছুটির বিরোধিতা করে আসছিল। কেউ কেউ এর পক্ষেও ছিল। তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

দীর্ঘদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের সাপ্তাহিক ছুটি পুনরায় চালু করার পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কারণ দেখিয়েছে যে, শিক্ষায় গতি সঞ্চার এবং শিক্ষা ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক ছুটি একদিন জুলাই মাস থেকে গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হলে কার্যকর হবে। ইতোমধ্যেই এ সিদ্ধান্ত প্রতিটি অনুষদে নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় দৈনিকগুলোতেও এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক ছুটি একদিন করা হয়েছে এ বিষয় নিয়ে

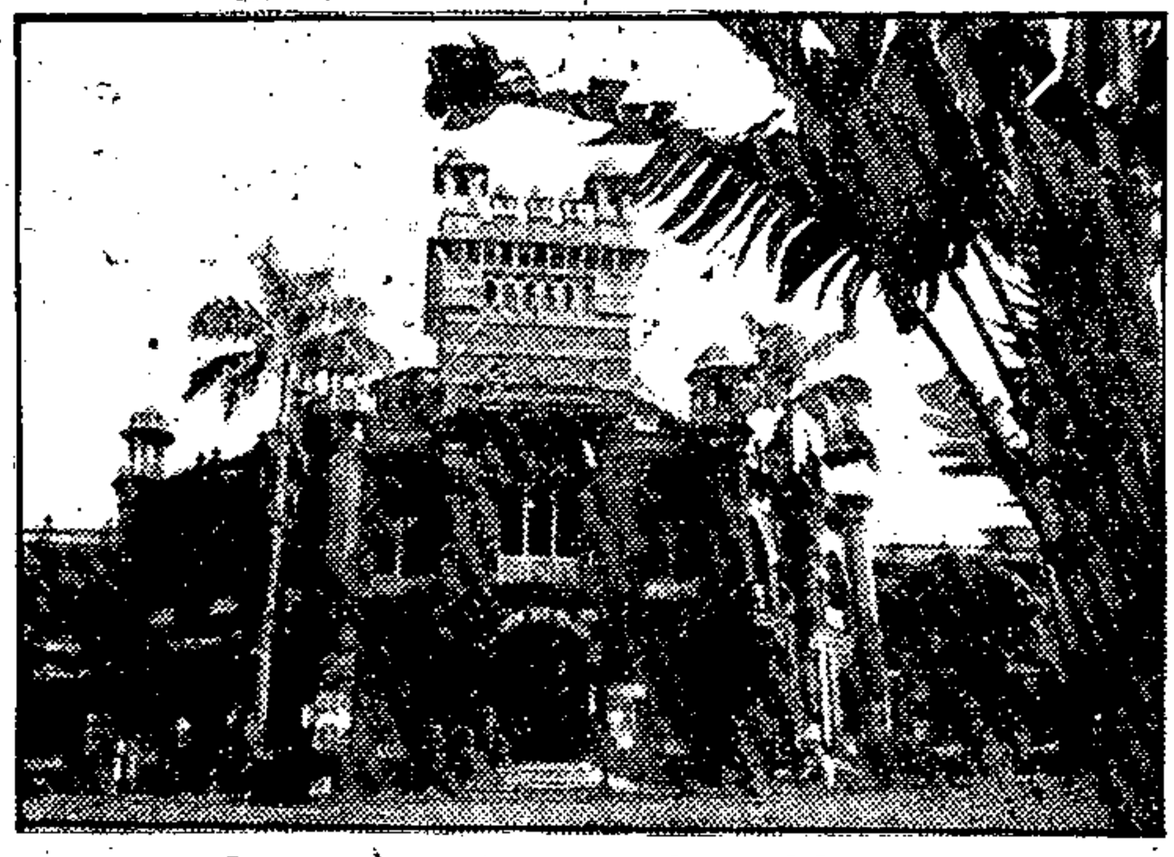

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলাপ করে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে নগণ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী জানান যে, তারা ব্যাপারটি সম্বন্ধে অবগত নন। তবে প্রতিবেদকের কাছে সংবাদটি শুনে তারাও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পত্রিকার মাধ্যমে সংবাদটি জানতে পেরেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের সাপ্তাহিক ছুটির বিষয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর মত সম্মতিসূচক। এদের মধ্যে ২/১ জন দু'দিনের ছুটির পক্ষে মত দিয়েছে।

অর্থনীতি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র পারভেজ ও সুজন; ছাত্রী স্বাতী জানালেন, তারা এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। কারণ দু'দিন ছুটি হলে প্রতিদিন ক্লাস বেশি করতে হয়। ফলে বেশি চাপ পড়ে। একদিন ছুটি হলে ক্লাসগুলোর মধ্যে একটি সামঞ্জস্যতা থাকে। বেশি ক্লান্তি লাগে না। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের এম, এ শেষ বর্ষের আফসানা, সানিয়া ও সাজেদা বললেন– এতে ক্লাস বেশি হবে। নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স শেষ হবে। সেশনজট থাকবে না।

ফিন্যান্স এম এ প্রথম বর্ষের ছাত্র সাজ্জাদ মত দিলেন– দু'দিন ছুটির পক্ষে। কারণ শিক্ষকরা ছুটি যাই থাকুক ক্লাস একই রকম নেন। ফলে অসুবিধা হয় না। ভূগোল এম এ–এর ছাত্র জুয়েল এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। তার মতে, তাদের ডিপার্টমেন্ট এমনিতেই চলে ধীরলয়ে। ছুটি বেশি হলে আরো স্লো হয়ে যায়।

আইন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র শাহজালাল জানালেন, তিনি এ সিদ্ধান্তের পক্ষে। কারণ এতে ক্লাস বাড়বে পড়াশুনা ভাল হবে।

বাংলা এম, এ প্রথম বর্ষের ছাত্র তৌফিক ইমাম এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন প্রফুল্ল চিত্তে।

প্রাণ রসায়ন বিভাগের এম, এ শেষ বর্ষের ছাত্র আইউব একদিন ছুটি কমানোকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তার মতে, এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বক্ষেত্রে গতির সঞ্চার হবে। পরিসংখ্যান ২য় বর্ষের ছাত্র হারুন এটাকে সমর্থন করেন।

সমাজকল্যাণ প্রথম বর্ষের ছাত্রী সালমা, ইতিহাসের আসমা ও মাহবুব, বাংলার পাভেল, দর্শনের মাহবুবা, ভূগোলের কামাল, সমাজ বিজ্ঞানের মিনু, অর্থনীতির মেহেদী এরা সবাই একদিন ছুটির পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তাদের মতে, এতে ক্লাস বেশি হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অহিত, ব্যবস্থাপনার শফিক, বি এড (অনার্স)–এর শফিক ও মুনসুর, দর্শনের প্রতীক, তুরান ও ফয়সাল এ সিদ্ধান্তের পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

লোক প্রশাসনের এম, এ বর্ষের ছাত্র জাহিদ বলেন, এ সিদ্ধান্ত প্রশংসাযোগ্য। কারণ এতে লেখাপড়ার গতি বাড়বে।

অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী দু'দিন ছুটির ফলে সৃষ্ট বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। লাইব্রেরি শনিবার খোলা থাকলেও বাস চলে না। যারা হলের বাইরে থাকে তারা এ থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া হল অফিস, রেজিস্ট্রার বিল্ডিং বন্ধ থাকায় বিভিন্ন কাজ করতে অহেতুক দেরি হয়। হলের ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ দু'দিন বন্ধ থাকলে ঝাড়ুদাররা আসে না। ফলে বাথরুম ব্যবহারে অনুপযোগী হয়ে যায়। একদিনের ছুটি শুরু হলে এসব সমস্যা থাকবে না বলে তারা মত প্রকাশ করেন।